বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

মুলতবী প্রস্তাব আলোচনায় শেষ

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রঃ সংসদ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কমিটি গঠনের প্রস্তাব

(স্টাফ রিপোর্টার)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপপ্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মতিন শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার ব্যাপারে সংসদে সম্প্রতি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্যে সকল দলের সদস্য নিয়ে একটি সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছেন।

রোববার জাতীয় সংসদে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে গুলি, বোমাবাজি ও সন্ত্রাস সম্পর্কে একটি মুলতবী প্রস্তাবের ওপর আলোচনাকালে উপপ্রধানমন্ত্রী এ প্রস্তাব করেন। কমিটির কাজ হবে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বাস্তবায়ন, শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার পদ্ধতি নির্ধারণ, প্রচলিত বিস্ফোরক আইনের সংশোধন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ প্রণয়ন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরিচয় পত্র চালু করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

মুসলিম লীগের সদস্য জনাব আয়েনউদ্দিন আনীত মুলতবী প্রস্তাবটি নিয়ে দু ঘন্টার বেশী বিতর্কের ফলে প্রস্তাবটি আলোচনায় পর্যবসিত হয়। বিতর্ক

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

কমিটি গঠনের প্রস্তাব

(প্রথম পৃঃ পর)

চলে প্রায় আড়াই ঘন্টা।

বিতর্ককালে সরকার ও বিরোধী দল বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে গুলি, বোমাবাজি ও সন্ত্রাসের জন্য পরস্পরকে অভিযুক্ত করেন। বিরোধী দলের সদস্যরা বলেন যে, সরকার আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অস্ত্রের রাজনীতির প্রতিফলন, শিক্ষাঙ্গনে ঘটেছে বলে তারা মনে করেন। তাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করতে হলে সরকারকে সর্বাগ্রে নিজ সংগঠনের কাছ থেকে অস্ত্র উঠিয়ে নিতে হবে।

অভিযোগের জবাবে সরকারী দলের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া—যার সূচনা হয়েছিল ৭৩ সালে। হলগুলো এখন বোমা তৈরীর কারখানায় পরিণত হয়েছে। আর যেখানে বোমা ও অস্ত্র থাকবে সেখানেই পুলিশ যাবে। কারণ, শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসমূহে অস্ত্র ও বোমাবাজির পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ফিরে আসতে শুরু করেছে।

মুলতবী প্রস্তাবের উত্থাপক জনাব আয়েনউদ্দিন ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন বিরোধী দলের উপনেতা আবদুল মালেক উকিল, আওয়ামী লীগের অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার, এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান ও শামসুর রহমান খান, ঐক্য ন্যাপের সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, জাসদ (সি)-এর মীর্জা সুলতান রাজা, জাসদ (র)-এর অধ্যাপক হুমায়ুন কবির হিরু এবং সিপিবির প্রসূন কান্তি রায়। সরকারী দলের পক্ষে বক্তব্য দেন শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান ও উপপ্রধানমন্ত্রী এম এ মতিন।

জনাব আয়েনউদ্দিন বলেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, চাকরীর লাভে অনিশ্চয়তা, ক্ষমতা দখলের প্রবণতা, বারবার সামরিক আইন জারী, গণতন্ত্রহীনতা 'আদর্শবাদী' ছাত্র সমাজকে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে।

তাঁর মতে, ক্যাম্পাসগুলোয় বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করেছে যে সরকার আইন শৃংখলা পরিস্থিতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি [illegible] করা থেকে সরে যেতে হবে। মুখে বলা হবে ছাত্র সংগঠন নেই, আসলে ছাত্র সংগঠন থাকবে, এদের কাছে অস্ত্র থাকবে তা হতে পারে না।

বিরোধী দলের উপনেতা আবদুল মালেক উকিল বলেন যে ভার্সিটিতে শান্তি না এলে দেশের কোথাও শান্তি আসবে না।

মাহবুবুর রহমান

শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন এবং বলেন যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলকভাবে শান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

তিনি বলেন যে ৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনে একাধিক হত্যাকান্ড ঘটেছে দেশ শাসন ও পরিচালনায় যারা ছিলেন তাদের ব্যর্থতার জন্যে। অস্ত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক যে ব্যবসা শুরু হয়েছে ৭২ সাল থেকে তা আর চলতে দেয়া হবে না। কয়েকজন পেশাদার ভাড়াটে বোমাবাজ ও অস্ত্রধারী গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জিম্মি করে রাখবে তা আর চলতে দেয়া যায় না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য

উপপ্রধানমন্ত্রী এম এ মতিন জবাব দিতে গিয়ে বলেন যে উত্তরাধিকার সূত্রে সরকার এ সমস্যা পেয়েছেন। ৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয় ব্যালট ছিনতাইয়ের মাধ্যমে।

উপপ্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে শতকরা মাত্র ৫ জন ছাত্রের হাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্দী। কিছু অস্ত্রধারী শিক্ষাঙ্গনে এক বিষচক্রের সৃষ্টি করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছে। কিছু মাস্তান ভার্সিটির উন্নয়ন কাজও বিঘ্নিত করেছে। টেন্ডার দেয়ার সময় এরা অস্ত্র প্রদর্শন করছে। কর্মকর্তা ও ঠিকাদাররা এদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। অস্ত্রের মুখে কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে বাসভবন ভাংচুরের পর অসহায় ভিসি উক্তি করেছিলেন যে ছাত্ররা তাদেরই সম্পত্তি বিনষ্ট করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নিয়ম কানুনও মেনে চলছেন না কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পুলিশের প্রবেশ প্রসঙ্গে উপপ্রধানমন্ত্রী বলেন যে জানমাল রক্ষা করতে যেখানে যাওয়া প্রয়োজন সেখানেই পুলিশ যাবে।

উপপ্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের সমস্যার সমাধানে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন। তার মধ্যে রয়েছে—যেখানে পুলিশের দরকার সেখানে তাদের সাহায্য নিয়ে পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আনা, শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া, তাৎক্ষণিক স্বয়ংক্রিয় আইডেনটিটি কার্ড চালু করা এবং অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনের সংশোধন করা। এই আইনে ন্যূনতম শাস্তিরও বিধান নেই। হলগুলোয় পেশাদার বোমা প্রস্তুতকারক ও বহিরাগতদের আনা হয় বলে উপপ্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মন্ত্রীর বক্তব্য শেষে স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী জানান যে এ ব্যাপারে সংসদীয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে তিনি সংসদ নেতার সাথে আলাপ করে ব্যবস্থা নেবেন।

সংসদের বৈঠক আজ সকাল ১০টায় পুনরায় শুরু হবে।